তারিখ ... 7/7/80 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 5 কলাম 2 ... ...

দৈনিক বাংলা

এইচএসসি পরীক্ষা-৮০

চলতি এইচএসসি পরীক্ষার পদার্থ বিদ্যা ২য় পত্রের প্রশ্নপত্র ফাঁস, বোর্ড কর্তৃক পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা, শিক্ষকগণ কর্তৃক পরীক্ষার খাতা না দেখার সিদ্ধান্ত ইত্যাদি সব পুরনো ঘটনা। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, ছাত্র-ছাত্রীদের ভাগ্য নিয়ে। মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর কথামতো যদি আগস্ট মাসের মধ্যে পরীক্ষা শেষ হয়, তবে খুব সম্ভব নবেম্বর মাসের আগে ফলাফল প্রকাশ হবে না। তাহলে আমাদের সেসনই বা কবে থেকে শুরু হবে আর ক্লাসই বা শুরু হবে কবে থেকে? সমস্যার জটিলতা এতটুকু বৃদ্ধি পেতো না যদি না শিক্ষকরা খাতা না দেখার সিদ্ধান্ত নিতেন। তাঁরা দু-দুবার ধর্মঘট করে অনেই ছাত্রছাত্রীদের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছেন। আর আজ পরীক্ষার খাতা দেখবেন না বলে গোঁ ধরে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ করে তুলতে যাচ্ছেন অনিশ্চিত— অন্ধকার। তাদের খাতা না দেখার এ সিদ্ধান্ত অদ্ভুত এবং অযৌক্তিক। এতে করে ছাত্রছাত্রীরাই কি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না? প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে নিশ্চয় ছাত্রছাত্রীদের হাত নেই। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বোর্ড কর্তৃপক্ষের কিছুসংখ্যক অসাধু ব্যক্তি। তাদের অসাধু প্রচেষ্টায়ই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় এবং বিক্রি হয়। মাঝখান থেকে খেসারত দিতে হয় নিরীহ ছাত্রছাত্রীদের। বোর্ড কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আগামী ১৭ই জুলাই থেকে পুনরায় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু ৭-৬-৮০ তারিখে যারা বাংলা ২য় পত্র পরীক্ষা দিতে পারেননি তাদের পরীক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলেননি তারা।

যাক সে কথা। ১৭ই জুলাই পরীক্ষা শুরু হলে প্রশ্নপত্র যে কেমন হবে, তা আমরা স্পষ্টই অনুমান করতে পারছি। মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে নতুন করে প্রশ্নপত্র তৈরি করলে সেগুলো কি সাজেশন অনুযায়ী হবে? প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর একটা ব্যক্তিগত সাজেশন আছে। আর তা তৈরি করা হয় ৫/৬ বৎসরের প্রশ্ন থেকে। এখন যেহেতু তাড়া-হুড়া করে প্রশ্ন তৈরি করা হচ্ছে সেহেতু সে প্রশ্ন সহজ ও সুন্দর না হয়ে জটিল হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা। কিন্তু পরীক্ষার্থীদের মানসিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে আমার ২টি প্রস্তাব হলো—(১) প্রতিটি প্রশ্নপত্র সুন্দর ও সহজ করা হোক। (২) প্রতিটি পরীক্ষার আগে কমপক্ষে ২ দিন করে বিরতি দেয়া হোক।

এ ব্যাপারে আমি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবং বোর্ড কর্তৃপক্ষ ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের মধ্যেকার এ দ্বন্দ্বের আশু অবসান কামনা করছি। বস্তুত, এ দ্বন্দ্বের ফলে, শিক্ষক ও বোর্ড কর্তৃপক্ষের কারো কিছু ক্ষতি হবে না। মাঝখান থেকে এর শিকারে পরিণত হবে নিরীহ ছাত্রছাত্রীরা:

জনৈক পরীক্ষার্থী,
নটরডেম কলেজ।

॥ ২ ॥

প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কারণে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়েছে। পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। পরীক্ষার্থীরা নিক্ষিপ্ত হয়েছে মানসিক দুশ্চিন্তার সাগরে। গত এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার পর আশা করে-

(৩-এর কঃ দ্রঃ)

(৮-এর কঃ পর)

ছিলাম বোর্ড কর্তৃপক্ষ হয়তো কিছুটা সতর্ক হবেন। কিন্তু না, কর্তৃপক্ষ সতর্ক হননি। এবারো প্রশ্নপত্র ফাঁস হলো। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, প্রশ্নপত্র ফাঁস করছেন কারা? ছাত্ররা নিশ্চয়ই নয়? ছাত্ররা কিছুতেই প্রশ্নপত্র ফাঁস করতে পারে না যদি না বোর্ডের লোকেরা গোপনভাবে তাদের সহায়তা করেন। অথচ বোর্ডের কিছু অসৎ ব্যক্তির দুষ্কর্মের জন্যে খেসারত দিতে হচ্ছে অগণিত নিরীহ ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের।

এখন নতুন করে সমস্যা সৃষ্টি করেছেন মাননীয় শিক্ষকবৃন্দ। তাঁরা খাতা দেখবেন না। সুন্দর কথা! কিন্তু প্রশ্ন জাগে, এতদিন তাঁরা কোথায় ছিলেন? পূর্বের বৎসরগুলিতেও তো প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। তখন তাঁরা কোন ভূমিকাটা নিয়েছিলেন? তাছাড়া দুই-দুই বার দীর্ঘ ধর্মঘট করে ছাত্র সমাজের যে অপূরণীয় ক্ষতি করলেন তাঁরা, তখন তাঁদের কর্তব্য বোধ কোথায় ছিলো?

এখন আসছি ছাত্রছাত্রীদের কথায়। দুই দুই বার দীর্ঘ শিক্ষক ধর্মঘটের ফলে তাদের লেখাপড়া দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। কোর্স তাদের সম্পূর্ণ হয়নি। তা সত্ত্বেও তারা পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত। এটা তাদের একটা বড় ধরনের ঝুঁকি বলতে হবে।

সব ছাত্রছাত্রীই পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয় একটা সাজেশন অনুসারে। বোর্ড কর্তৃপক্ষও প্রশ্নপত্র তৈরি করেন একটি নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী। এখন প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কারণে পুনরায় যে প্রশ্নপত্র তৈরি করা হবে তাতে কি আগের ধারা ঠিক থাকবে? যদি তা না থাকে, তবে স্বাভাবিকভাবেই পরীক্ষার্থীরা পড়বে বিপাকে। ফলশ্রুতিতে পরীক্ষার ফল হবে খারাপ। পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করে একজন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ। তাই নতুন প্রশ্নপত্র নিয়ে পরীক্ষার্থীদের চিন্তা-ভাবনার আর শেষ নেই। তারা কি আগের সাজেশন অনু-

সা[illegible]
তৈরি[illegible]
তৈরি ক[illegible]
বেই বা ক[illegible]

ছাত্রছাত্রীদে[illegible] কিছুটা লাঘব [illegible] প্রস্তাব হলো: [illegible]রা অনুসারে এবং স[illegible] সহজ হতে হবে। প্রত্যেক পরীক্ষার আগে দুই থেকে তিন দিন বিরতি দিতে হবে প্রতিদিন একটি পত্র পরীক্ষা নিতে হবে, নতুন রুটিন অতি শীঘ্রই ছাত্রছাত্রীদের জানাতে হবে এবং পরীক্ষার ফলাফল যত শীঘ্র সম্ভব প্রকাশ করতে হবে।

এম ফেরদৌস, গোলাম মাওলা,
সারোয়ার হুদা, পরীক্ষার্থী।